২০২৩

বাৎসরিক পর্যালোচনা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ (বি আই এস আর) ট্রাস্ট

হাসিনা ডি-প্যালেস, এপার্টমেন্ট #৬/বি, বাসা #৬/১৪,
ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

সমাজ, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৭২.১ মিলিয়ন। বিবিএস তথ্যে দেখায় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ১.৮ মিলিয়ন (+১.০ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৫০.৪ শতাংশ নারী, যেখানে জনসংখ্যার ৪৯.৬ শতাংশ পুরুষ। ২০২৩ সালের শুরুতে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪০.০ শতাংশ শহরে বাস করে এবং ৬০.০ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় বাস করে।

২০২৩ সালে বাংলাদেশের মানুষের (পুরুষ ও মহিলা) গড় আয়ু ২০২২ সালের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধির হার মহিলাদের (৭৪.২) ক্ষেত্রে পুরুষের (৭২.৩) চেয়ে কিছুটা বেশি। মোটা দাগে আয়ু বৃদ্ধির হার লক্ষণীয় যেখানে মোট জনসংখ্যার ৯.৮ % হচ্ছে ৬০ বৎসর বা তার বেশি বয়সের । বাংলাদেশের মধ্যেবয়সী মানুষের গড় বয়স হচ্ছে ২৭.৮ যা ২০২২ সালের তুলনা করলে ২০২৩ প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে অন্য দেশের সাথে গড় বয়স তুলনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মধ্যবয়সী মানুষের অনেক জনশক্তি রয়েছে যেটা একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ, দুঃস্থ ও স্বল্প উর্পাজনক্ষম অথবা উর্পাজনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩ সালে ৫৮ লাখ ১ হাজার জনকে মাসিক ৬০০ টাকা করে বয়স্কভাতা প্রদান করেছে। বর্তমানে সব উপকারভোগীকে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার নগদ ও বিকাশ এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জি টু পি পদ্ধতিতে (গর্ভমন্টে টু পারসন) ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৫ লাখ ৭৫ হাজার জনের জন্য জনপ্রতি মাসিক ৫৫০টাকা হারে ১৭১১.৪০ কোটি টাকা বিধবা ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়া বেদে জনগোষ্ঠী ও হিজড়া জনগোষ্ঠীকে ভাতা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিচালনা করা হয়েছে। দেশব্যাপী গ্রামীণ এবং শহুরে উভয় এলাকায় সমাজের পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর অংশ, বেকার, ভূমিহীন, অনাথ, দুঃস্থ, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দরিদ্র, অসহায় রোগী, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নে বহুমাত্রিক এবং নিবিড় র্কাযক্রম বাস্তবায়ন করছে সরকার। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ র্অজনে কাজ করা হচ্ছে।

২০২৩ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ ২০২২ সালের মতো রয়ে গেছে তবে বৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমুখী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুসারে, ২০২২ সালে প্রতি ১,০০০ জনে ০.৭-এর তুলনায় ২০২৩ সালে বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ১,০০০ জনে ১.৪৬ জনে দাঁড়াতে পারে। বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস ২০২২ এর প্রতিবেদনে, জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা বলেছে যে গ্রামীণ এলাকায় বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশি ছিল, যা শহরাঞ্চলে প্রতি ১,০০০-এর ০.৫ আর গ্রামে প্রতি ১,০০০-এ ০.৬ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০২৩। বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনগুলি পুরুষের তুলনায় মহিলাদের দ্বারা বেশি দাখিল করা হচ্ছে।

২০২৩ সালের শুরুতে বাংলাদেশে ৬৬.৯৪ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল, যেখানে ২০২২ ইন্টারনেট ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৮.৯ শতাংশ। বাংলাদেশে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ৪৪.৭০ মিলিয়ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী ছিল, যা মোট জনসংখ্যার ২৬.০ শতাংশের সমান। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশে মোট ১৭৯.৯ মিলিয়ন সেলুলার মোবাইল সংযোগ সক্রিয় ছিল, এই সংখ্যাটি মোট জনসংখ্যার ১০৪.৬ শতাংশের সমান।

ওকলা (Ookla) দ্বারা প্রকাশিত ডেটা ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ২০২৩ সেলুলার নেটওয়ার্কের মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগের গতি ছিল: ১৩.৯৫ Mbps এবং ফিক্সড ইন্টারনেট সংযোগ গতি ছিল: ৩৪.৮৫ Mbps। প্রযুক্তি নির্ভর সেবা উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ এটুআই এর উদ্যোগসমূহ ২০২৩ এর বছরজুড়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৭টিরও বেশি পুরস্কার অর্জন করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাস্তবায়নাধীন এবং ইউএনডিপি এর সহায়তায় পরিচালিত এসপায়ার টু ইনোভেট-এটুআই আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং হাতের মুঠোয়

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার-২০২৩ অর্জন করে এটুআই-এর কোভিড-১৯ টেলিহেলথ সেন্টার উদ্যোগ। দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে ই-কমার্স সেবা পৌঁছে দিয়ে গ্রাম ও শহরের দূরত্ব কমিয়ে আনার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের এসডিজি ডিজিটাল গেমচেঞ্জার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে একশপ। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের লক্ষাধিক মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষাদানের স্বীকৃতিস্বরূপ উইটসা ২০২৩ গ্লোবাল ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস অর্জন করে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিউরশিপ (নাইস) ও মুক্তপাঠ প্ল্যাটফর্ম।

গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে মফস্বল এবং শহর পর্যন্ত দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এখন ইন্টারনেট-নির্ভর। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ বছরজুড়ে মোবাইল, আইএসপি (ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংস্থা) ও পিএসটিএন (পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক)-এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেছেন ১৪ কোটি ৭০ লাখ মানুষ। এর মধ্যে মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণকারী গ্রাহক সংখ্যা ১২ কোটি ৩০ লাখ, আইএসপি ও পিএসটিএনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকের সংখ্যা ১৩ কোটি ৩০ লাখ।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘পড়ো বই গড়ো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’। বাংলা একাডেমির তথ্যকেন্দ্রের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩ এ ৪৭ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। মেলাতে নতুন বই এসেছে ৩ হাজার ৭৫০টি, যা আগের বছর এসেছিল ৩ হাজার ৪১৬টি। বইমেলায় বাংলা একাডেমি-সহ সকল প্রতিষ্ঠানের বই ২৫ শতাংশ কমিশনে বিক্রি হয়েছে। ২০২২ সালে বাংলা একাডেমি মেলার মোট ৩১ দিনে ১ কোটি ৩৪ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। অন্যদিকে, মেলায় স্থাপনকৃত আর্চওয়ের পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৬৩ লাখ ৫৩ হাজার ৪৬৩ জন পাঠক, দর্শক ও লেখক মেলায় এসেছেন।

প্রথমত, পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে তার অসাধারণ যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, এই খাতে দেশের রপ্তানি

উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ এ শিল্পের রপ্তানি আগের বছরের (জানুয়ারি থেকে নভেম্বর) তুলনায় ৪.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে তা ৪২.৮৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। যদিও অক্টোবরে (-১৩.৯৩%) এবং নভেম্বরে (-৭.৪৫%), খাতটি নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ছিল তবে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য শিল্পটি চেষ্টা করেছে।

২০২৩ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) বাজারে নিটওয়্যার সেক্টরের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ল্যান্ডমার্ক সেট করে। প্রথমবারের মতো ইইউতে বাংলাদেশ শীর্ষ নিটওয়্যার রপ্তানিকারক দেশ হয়েছে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২৩) । বাংলাদেশ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পোশাক আমদানির পরিমাণ চীনকে ছাড়িয়ে গেছে।

ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে বছরটি ছাপ রেখে গেছে বলাই যায়। করোনা মহামারীর পরের দুই বছর ফ্যাশনে নজর দেওয়ার সুযোগ ঘটেনি অনেকেরই। সেদিক থেকে বিবেচনায় এ বছর খানিকটা ধাতস্থ হতে পেরে নানা রকম পরিবর্তন কিংবা নতুনত্ব এসেছে ফ্যাশনে। তবে পুরো বছরে চোখে পড়েছে পুরনোকে নতুন করে স্থান দেওয়ার বিষয়টি।

২০২৩ সালকে স্মরণের সবচেয়ে ঘটনাবহুল বছর হিসেবে পালন ও উদযাপন করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বিনোদন দৃশ্যে সারা বছর ধরে প্রচুর উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, এবং দেশের সুপারস্টার, শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলি যা কিছু দিয়েছিল তা নিয়ে সারা দেশের মধ্যে উৎসাহের কমতি ছিল না।

২০২৩ সালের সবচেয়ে আলোচিত ছবি ছিল শাকিব খান অভিনীত হিমেল আশরাফ পরিচালিত "প্রিয়তমা"। চলচ্চিত্রটি চার্টের শীর্ষে রয়েছে এবং শাকিব খান এর সাফল্যের পরে, তার পারিশ্রমিক ১ কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে, যা তাকে এই বছরের সবচেয়ে পছন্দের এবং আলোচিত অভিনেতাদের একজন করে তুলেছে।

দীর্ঘদিন সিনেমা নিয়ে প্রেক্ষাগৃহগুলোতে তেমন কোনো সাড়া ছিল না। তবে বিদায়ী বছরে কয়েকটি সিনেমা দেশের চলচ্চিত্র প্রেমীদের মাঝে ব্যাপক ঝড় তুলেছে। এমনকি সিনেমা দেখার জন্য আগের মতোই প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে দর্শকদের। বিশেষ করে ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলোতে ভরপুর ছিল দেশের হলগুলো। বলা যায়, জমজমাট হয়ে ওঠার পাশাপাশি সিনেমা শিল্প অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

২০২৩ সালে অর্ধশতাধিক সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্য থেকে কিছু সিনেমা দর্শকদের হলমুখী করেছে। বছরের আলোচিত সিনেমা, মুজিব: একটি জাতির রূপকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে নির্মিত হয়েছে ‘মুজিব একটি জাতির রূপকার’ সিনেমাটির নাম ঘোষণার পর থেকেই দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন দর্শকরা।

একসঙ্গে দেশের ১৫৩টিরও বেশি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় বঙ্গবন্ধুর এই বায়োপিক। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতজুড়েও মুক্তি পায় সিনেমাটি। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় ‘মুজিব একটি জাতির রূপকার’ সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন ভারতের খ্যাতিমান পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। গানের ভুবনে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে ২০২৩ সালে। আলোড়ন তুলেছে একের পর এক সিনেমার গান। সংগীত প্রেমীদের জন্য ২০২৩ সালটি ছিল প্রত্যাশা পূরণের বছর।

২০২৩ এর ক্রীড়া জগতে, ক্রিকেট ও ফুটবলের জন্য বাংলাদেশী নারী ও পুরুষ দলের জন্য একটি ঘটনাবহুল বছর হিসাবে কেটেছে। উভয়ই খেলাধুলায় অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে, মহিলারা তাদের নিজ নিজ খেলাধুলার জন্য একটি প্রশংসনীয় স্থান রচনা ও বজায় রেখেছে, যেখানে পুরুষরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির ঝলক দেখিয়েছে।

ফেব্রুয়ারি- ২৩, মহিলাদের অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দল SAFF অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে একটি ঐতিহাসিক জয় লাভ করে। দলটি ব্যতিক্রমী দক্ষতা এবং টিমওয়ার্ক প্রদর্শন করে, নেপালের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের সাথে শিরোপা জিতে নেয়। এই অর্জনটি দেশের নারী ফুটবলের উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত, কারণ বাংলাদেশ নারী দল এখন তিনটি বিভাগে SAFF চ্যাম্পিয়নশিপের গর্ব করে: অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-১৯ এবং সিনিয়র।

২০২৩ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ পুরুষ ফুটবল দল। টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন আনিসুর রহমান জিকো। যদিও পুরুষ ফুটবলদল এএফসি কাপের যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের খেলাতে তাদের সেরা দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ২০২৩ সালে শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। যদিও, ফেব্রুয়ারিতে, বাংলাদেশ মহিলারা আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাদের গ্রুপের র‍্যাংকিং-এর নিচে শেষ করেছিল, তারা সেখান থেকে সর্বোচ্চ পারফরমেন্স দেখিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। বড় অর্জন ছিল ভারতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরে ওয়ানডে সিরিজ ড্র করতে পারাটা।

অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ক্রিকেট দল এশিয়া কাপ জিতে আমাদের ক্রিকেটে সাফল্য যোগ করেছে। তরুণ প্রতিভারা জয়ের ক্ষুধা প্রদর্শন করে, ২০২৩ এ বাংলাদেশ ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্য আশা নিয়ে আসে। বিশ্বকাপ ব্যর্থতা সবার আগে আসলেও ২০২৩ ক্রিকেট সরগরম ছিল মাঠের বাইরের নানা ঘটনায়। যার ছাপ পড়েছিল খেলাতে। এ বছর বাংলাদেশ ৪৬টি ম্যাচ খেলে জিতে ২৩টি ম্যাচে। ২০১৮ সালে এর আগে সর্বোচ্চ ২১টি ম্যাচে জিতেছিল। সবচেয়ে শক্তিশালী একদিনের ক্রিকেটে খাবি খেলেও অন্য দুই সংস্করণে মিলেছে সাফল্যের দেখা। সবচেয়ে বড় সাফল্য আসে যুবাদের হাত ধরে। বড় পাওয়া অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হুট করে তামিমের অবসর ঘোষণা দেওয়া।

২০২২ এর মতো ২০২৩ সালেও বাংলাদেশের বোলিং ইউনিটে পেসাররা দারুণ দাপট দেখিয়েছে। যার নেতৃত্বে বাংলাদেশের দুই গতি তারকা শরিফুল ইসলাম ও তাসকিন আহমেদ। এ বছরে ৪৯ ম্যাচে বাংলাদেশের বোলারদের বোলিং গড় ২৮.২৩, যা শীর্ষে থাকা ভারতের (২৩.৭৫) পরপরই। আর উইকেট বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান পাঁচে। ২৯২ ইনিংসে বাংলাদেশের বোলাররা ১৯৯২.৫ ওভারে পেয়েছেন ৩৪৮ উইকেট। বাংলাদেশের পরে রয়েছে পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দেশও। এছাড়া বোলারদের ইকোনমিতেও বাংলাদেশের অবস্থান পাঁচে।

নারী ও শিশু

২০২৩, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) এর 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, একাধিক খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদর্শন করে টানা নয় বছর ধরে ৭২.২% স্কোর নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ প্রথম স্থানে রয়েছে। লিঙ্গ সমতার বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২ ধাপ বেড়েছে। ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে, লিঙ্গ সমতার বৈশ্বিক সূচকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫৯তম স্থানে রয়েছে। এ বছর বাংলাদেশের স্কোর ০.৭২২ যা ২০২২ সালে ছিল ০.৭১৪, যেখানে লিঙ্গ সমতার কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দ্বারা প্রকাশিত সাম্প্রতিকতম তথ্য মতে - সারা দেশে শিশু ও মহিলাদের উপর নির্যাতন এবং যৌন সহিংসতার মোট ২৯৩৭টি ঘটনা ঘটে । ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকলেও এ ধরনের ঘটনার হার কমেনি। পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে মোট ৬৩৯ জন নারী ও কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৪৩১ জন তরুণী। রিপোর্ট করা মামলাগুলির মধ্যে, ১৪০ জন মহিলা গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৬৯ জন কিশোরী। তাদের মধ্যে ৩৪ জনকে ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২৫ জন কিশোরী ছিল, এবং নয়জন তরুণীসহ আরও ১৪ জন আত্মহত্যা করেছে।

যেসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে তন্মোধ্যে একটি হল শিক্ষা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অনেকটা লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড হেলথ উইং, বিবিএস-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে ১৫-২৪ বছর বয়সী নারীর মধ্যে সাক্ষরতার হার বেড়ে ৯৫.৮% হয়েছে। অল্পবয়সী মেয়েরা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার সুযোগে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।

২০২৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ অনুসারে মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ৪২.৬৮%, (৩৮ % ছিল ২০২১ ; ৪০ % ছিল ২০২২) যা এখনও পুরুষদের (৮২.৪%) থেকে অনেক কম। অধিকন্তু, অনেক মহিলা প্রায়শই কম বেতনে অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে থাকে, যেখানে লিঙ্গ ভিত্তিক বেতনের ব্যবধান একটি স্থায়ী সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে নারীরা জাতীয় সংসদে ২৩.২% আসন অধিকার করে রয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ২৩% সদস্য এখন মহিলা, যার মধ্যে ১৫,৭০৪ জন নির্বাচিত। এই ইতিবাচক পরিবর্তনটি সঠিক পথে চলছে, তবে সরকারের সকল স্তরে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য এখনও কাজ করা বাকি আছে।

বাংলাদেশে মাত্র ৭.২% ব্যবসার মালিক নারী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ২.৯ মিলিয়ন মহিলা মালিকানাধীন এসএমই ছিল, যা দেশের সমস্ত এসএমইর প্রায় ২৪%। উপরন্তু, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS) এর গবেষণা অনুসারে, প্রায় ৮ মিলিয়ন ব্যক্তি বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের ১০%, নারী নেতৃত্বাধীন এসএমইতে কাজ করে।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, দেশের মোট শ্রমশক্তি ৭.৩৪ কোটি, যার মধ্যে নারী ২.৫৯ কোটি। ২০২৩ সালে, কর্মশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ৪২.৬৭%, যেখানে গার্মেন্টস শিল্পে, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারা দেশে সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত করছে, যেখান থেকে নারী ও শিশুরা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা নিতে পারে। প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ পর্যন্ত ১৪,৮৭৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার ৮০ শতাংশ এসব ক্লিনিকের সেবা প্রার্থী নারী ও শিশু।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯ জুলাই ২০২৩ তারিখের রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৩.৯৬ মিলিয়ন শিশু (৫১.৭৯% ছেলে এবং ৪৮.২১% মেয়ে) বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৪.৪ শতাংশ (১,৭৭৬, ০৯৭) শিশু শ্রমে নিয়োজিত, যাদের মধ্যে ৬০.১৪ শতাংশ (১,০৬৮,২১২) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত। ২০২২ সালে প্রকাশিত আগের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের সংখ্যা ছিল ৩৯.৯৪ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে ৪.৩ শতাংশ (১,৬৯৮,৮৯৪) শিশু শ্রমে নিয়োজিত ছিল, তন্মোধ্যে ৭৫.৩৫ শতাংশ (১,২৮০,১৯৫) ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রমে নিয়োজিত ছিল।

দেশের ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের ৭৫.৯৪ শতাংশ (৩০,৩৪৯,০৫২) গ্রামীণ এলাকায় কাজ করে, তবে শিশুশ্রমের হার গ্রামীণ এবং শহর উভয় ক্ষেত্রেই তুলনামূলক বেশি; গ্রামীণ এলাকায় ৪.৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪.৬ শতাংশ, আর যারা বিপদজনক শিশুশ্রমে নিয়োজিত তারা গ্রামীণ এলাকায় ২.৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২.৪ শতাংশ। অর্থনৈতিক খাতের পরিপ্রেক্ষিতে, ১.২৭ মিলিয়ন শিশু সেবা খাতে, ১.১৯ মিলিয়ন শিল্প খাতে এবং ১.০৮ মিলিয়ন কৃষিতে নিয়োজিত ছিল।

অর্থনীতি

গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে এবং ধারাবাহিকভাবে তার অর্জনগুলি অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। ২০২৩ সালে, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের কারণে পণ্য ও পরিষেবার মূল্যের বৃদ্ধি হয়েছে, পণ্য সরবরাহে কিছুটা ঘাটতি এবং ডলারের সংকটসহ বেশ কয়েকটি বড় অর্থনৈতিক বাধার মুখোমুখি হয়েছিল।

Item	2021-22	2022-23(p)
GDP (Million Taka)	39,717,164	44,392,733
GDP (Million US$)	460,219	453,852
GDP growth rate	7.10	6.03
Per Capita GDP (Taka)	231,861	259,919
Per Capita GDP (US $)	2,687	2,657
Growth rate (per capita GDP)	11.07	12.1

Source: BBS (2023a)

P denotes provisional

২০২২-২৩ সালে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪,৩৯২,৭৩৩ মিলিয়ন টাকায় যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৩৯,৭১৭,১৬৪ মিলিয়ন টাকা। মার্কিন ডলারের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১-২২ সালে জিডিপির পরিমাণ ছিল ৪৬০,২১৯ মিলিয়ন, যা ২০২২-২৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৫৩,৮৫২ মিলিয়ন ডলারে। এই সামান্য হ্রাস সত্ত্বেও, জিডিপি বৃদ্ধির হার আগের বৎসরের প্রায় কাছাকাছি ছিল, (২০২১-২২ সালে ছিল ৭.১০% এবং ২০২২-২৩ সালে এসে ৬.০৩%)। মাথাপিছু জিডিপি ২০২১-২২ সালে ২৩১,৮৬১ টাকা থেকে ২০২২-২৩ সালে ২৫৯,৯১৯ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ইতিবাচক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রদর্শন করে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল প্রায় ১১.৩৮%, যা আগের বছরের (১১.৬৬%,২০২২) থেকে সামান্য হ্রাস পেয়েছে। একই সময় বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী, শিল্প খাতের শেয়ার ৩৪.২৭% থেকে ৩৫.৫৫% বেড়েছে, যেখানে পরিসেবা খাতের শেয়ার ৫৩.০৭% এ স্থিতিশীল রয়েছে, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO এর তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বব্যাপী তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। আরও উল্লেখ করেছে যে চাল, মসুর, আলু, পেঁয়াজ, চা, বিভিন্ন ফল এবং অন্যান্য ২২ টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে রয়েছে।

২০২৩ অর্থবছর জুড়ে, ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি লক্ষণীয় ছিল। গড় মূল্যস্ফীতির হার, বিশেষ করে খাদ্যে, এই সময়ের মধ্যে ক্রমাগত বেড়েছে। খাদ্যে মূল্যস্ফীতি জুন ২০২২-এ ৬.০৫% এর তুলনায় ২০২৩ সালের জুন মাসে প্রায় ৮.৭১% ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে খাদ্যের পাশাপাশি অন্য আইটেমগুলিতেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে, ২০২২ সালের জুনে ৬.৩১% থেকে মূল্যস্ফীতি ৯.৩৯%-এ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত ফলাফল ট্রেন্ডিং ইকোনমি বা রিয়েল টাইম সিনারিওতে প্রকাশিত ডাটা থেকে বেশ ভিন্ন। কিন্তু সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে খুব বেশি ভিন্ন নয়। ট্রেন্ডিং ইকোনমি অনুসারে, খাদ্যে মূল্যস্ফীতির হার প্রায় ১২% এবং সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির হার ৯.০২% যা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত তথ্য থেকে ভিন্ন নয়। চলমান মূল্যস্ফীতি নির্দেশ করে যে, সরকারকে আর্থিক ও রাজস্ব নীতি সমন্বয় করে জনসাধারণের ওপর বিদ্যমান এ চাপ কমাতে নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে, ভোগ, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ প্রধান ভূমিকা পালন করে। বি বি এস এর তথ্য মতে, ২০২২ সালে দ্রব্য ও পরিসেবার ব্যয় ছিল মোট জিডিপির ৭৪.৭৮%, ২০২৩ সালে সামান্য কমে দাঁড়ায় ৭৩.৯৮%। ব্যক্তিগত খরচ, যা সামগ্রিক ব্যায়ের বড় একটি অংশ ২০২২ সালে ছিল ৬৯.০৮%, এবং ২০২৩ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৬৮.২৩%। বিপরীতভাবে, সরকারী ব্যয় ২০২৩ সালে ৫.৭০% থেকে ৫.৭৫% এ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে, জিডিপির শতাংশ হিসাবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় একটি ঊর্ধ্বমুখী ভাব দেখা যায়, যা ২০২২ সালে ২৫.২২% থেকে ২০২৩ সালে ২৬.০২% এ বেড়েছে। জাতীয় সঞ্চয়, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় সঞ্চয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, বৃদ্ধি পেয়েছে, ২৯.৩৫% থেকে ৩০.২২%। বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যেখানে জিডিপির শতাংশ হিসাবে বিনিয়োগের হার ২০২২ সালে ছিল ৩২.০৫%, ২০২৩ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৩১.২৫%। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই হ্রাস দৃশ্যমান। বেসরকারী বিনিয়োগ ২০২২ সালে ২৪.৫২% থেকে ২০২৩ সালে ২৩.৬৪% এ কমেছে। অন্যদিকে সরকারী বিনিয়োগ, অবকাঠামো এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে সরকারী ব্যয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, যা ২০২২ সালে ৭.৫৩% থেকে ২০২৩ সালে বেড়ে হয়েছে ৭.৬১%। সামগ্রিকভাবে, বেসরকারী এবং সরকারী ব্যয়ের হার কমেছে ফলশ্রুতিতে অর্থনীতি কিছুটা সংকুচিত হচ্ছে, যা সামগ্রিক বৃদ্ধির হারের জন্য ইতিবাচক নয়। সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে তার কৌশলগত ব্যয়কে মেগা অবকাঠামো প্রকল্প থেকে আরও পদ্ধতিগত এবং প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্পে পরিবর্তন করতে পারে।

বিবিএস রিপোর্ট অনুসারে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে, নেট বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৩,২৪৯.৬৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় কমে দাঁড়িয়েছে ১৮৯.৯৫ মিলিয়ন ডলারে। এফডিআই কমেছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশ বা নীতিগত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা জরুরি এবং সেই অনুযায়ী ব্যাবস্থা নিতে হবে।

বিবিএস মতে বাংলাদেশের আর্থিক ও বাণিজ্য গতিশীলতায়, ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে পরিমিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। জিডিপি-এর শতাংশ হিসাবে কর রাজস্ব সঞ্চয় ২০২২ সালে ৭.৫৪% থেকে ২০২৩-তে ৭.৭৯%-এ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে একই সময়ে রাজস্ব আওতামুক্ত সঞ্চয়ও ০.৮৮% থেকে ০.৯৭% এ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, জিডিপিতে আমদানির অনুপাতের একটি আপেক্ষিক হ্রাস দৃশ্যমান ছিল (১৯.২%, ২০২৩ যা ২০২২ সালে ছিল ২০.৯%,), যা অর্থনীতির আকারের তুলনায় আমদানিতে সংকোচনের ইঙ্গিত দেয়। বিপরীতভাবে, জিডিপির শতাংশ হিসাবে রপ্তানি বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে, যা ২০২২ সালে ১২.৮৮% থেকে ২০২৩ সালে ১৩.৪৪% এ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদনের অনুপাতে রপ্তানি কার্যক্রম সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেয়। অধিকন্তু, পরিশোধের হিসাব (বিওপি) উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করেছে। বর্তমান বিওপি জিডিপি-এর শতাংশ হিসাবে ২০২২-এর -৩.৮৯% থেকে ২০২৩-এ -১.৫৬%-এ সংকুচিত হয়েছে, যা ঘাটতি বা এমনকি উদ্বৃত্তের সম্ভাব্য হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। বাণিজ্য ভারসাম্য, (রপ্তানি বিয়োগ আমদানি) জিডিপি-এর অনুপাত একই সময়ের মধ্যে -৮.০২% থেকে -৫.৭৫% উন্নতি দেখায়, যা অর্থনীতির আকারের তুলনায় বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। ২০২৩ অর্থবছরে, মোট রপ্তানি ৫২,৩৪০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০২২ অর্থবছরে ৪৯,২৪৫ মিলিয়ন থেকে বেড়েছে। বিপরীতভাবে, মোট আমদানি ২৩ অর্থবছরে ৬৯,৪৯৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ২২ অর্থবছরে ৮২,৪৯৫ মিলিয়নে কমেছে। রপ্তানি ৬.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে আমদানি ১৫.৭৬ শতাংশ কমেছে ২০২৩ অর্থবছরে-এ।

আপাতত পরিশোধের হিসাবে (বিওপি) ভারসাম্য থাকলেও অনেক কারণে অর্থনীতি প্রবল চাপের মধ্যে পড়তে পারে।

২০২৩ এ শ্রমিকদের রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩০৫.০৩ মিলিয়ন ডলার বেড়েছে। ২০২৩ অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর, রেমিট্যান্সে এই বৃদ্ধির জন্য টাকার অবমূল্যায়ন এবং ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা একটি নতুন প্রণোদনা স্কিম প্রবর্তনকে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ২২ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে কার্যকর নতুন স্কিমটিতে, বিদ্যমান ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা ছাড়াও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আরও ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা যুক্ত করা হয়েছে। সামগ্রিক আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২৩ সালের জুনের শেষে ছিল ৩১,২০২.৯৮ মিলিয়ন ডলার, যা ৪.৬ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় পরিশোধের জন্য যথেষ্ট। বর্তমান রিজার্ভ, ২০২২ সালের জুনের শেষে রেকর্ড পরিমান অর্থ ৪১,৮২৬.৭৩ মিলিয়ন ডলার থেকে কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। রেমিট্যান্সের নিম্নগামী প্রবাহের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে তবে এর জন্য নির্দিষ্ট সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

২০২৩ অর্থবছরে, আগের বছরের তুলনায় বৈশ্বিক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের মধ্যে অস্থিরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিদেশী মুদ্রার বাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য ইউএস ডলারের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিক্রি করে, যার মোট পরিমান ছিল ১৩,৫৭৮.২০ মিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ২০২৩ অর্থবছর জুড়ে শুধুমাত্র ১৯৩.০০ মিলিয়ন ডলার ক্রয় করে। এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ২০২৩

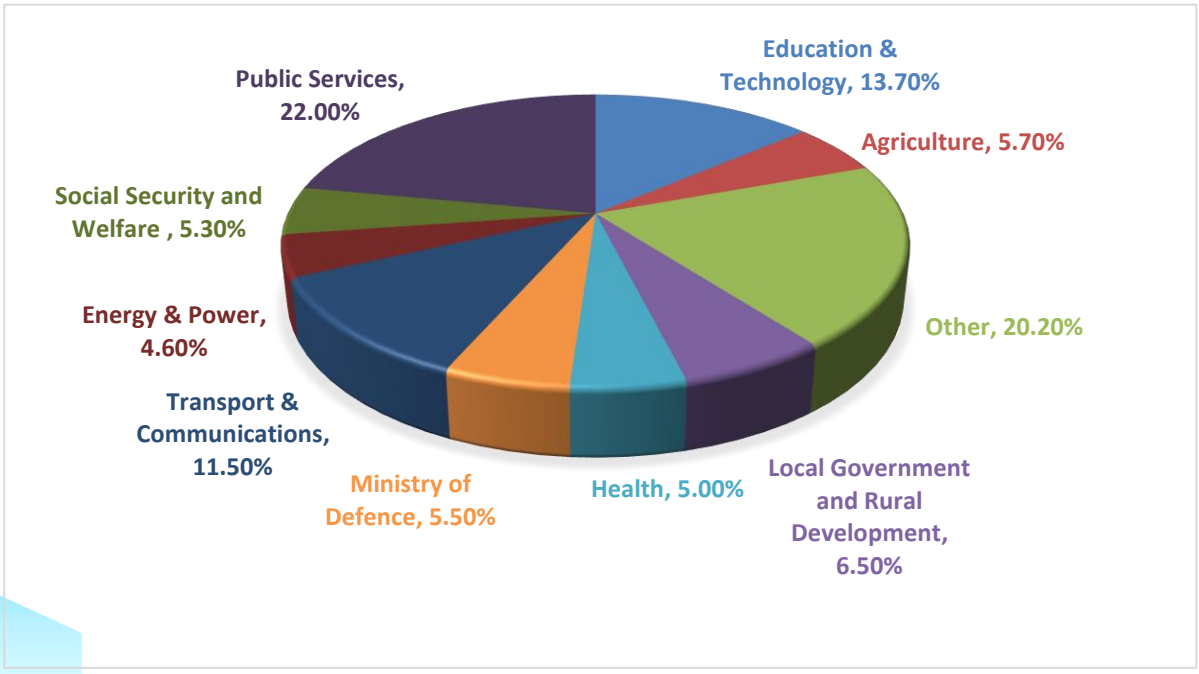

অর্থবছরে বার্ষিক গড় বিনিময় হার টাকা ৯৯.৪৬ প্রতি ইউএস ডলারের বিপরীতে রেকর্ড করা হয়েছিল, যা ২০২২ অর্থবছরে পর্যবেক্ষণ করা টাকা ৮৬.৩০ প্রতি ইউএস ডলারের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন চিহ্নিত করে।

উপরন্তু, বছরের শেষ মাসের বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১১০ টাকা/ডলার । পেগিং সিস্টেমের অনুশীলনের অভাব, এই সমস্যাগুলির পিছনে কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে।

বিবিএস মতে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত, বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৮.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের পরিমাণ ছিল ৮২.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (মোট ঋণের

৮৩.৮০%), আর স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিমাণ ছিল ১৬.০৩ বিলিয়ন (মোট ঋণের ১৬.২০%)। সরকারি খাতের ঋণ ৭৬.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা মোট ঋণের ৭৭.৫০%। ২০২২ সালে যেখানে বেসরকারি খাতের ঋণের পরিমান ছিল ২২.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, তা ২০২৩ সালের জুনের শেষ নাগাদ মোট ঋণের ২২.৫০% হয়েছে। ২০২৩-এ মোট বৈদেশিক সাহায্য ৭৫৭.৬৮ মিলিয়ন হ্রাস পেয়েছে, যা বছরানুসারে ৭.৫৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত নীট বৈদেশিক সহায়তার ৭.৪৮ শতাংশ অনুদান ছিল। ঋণের সাথে জিডিপি অনুপাতের ক্ষেত্রে, জাতীয় ঋণ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রয়েছে। বিপরীতে, অর্থনৈতিক সূচকগুলি প্রকাশ করে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অস্পষ্টতার কারণে অর্থনীতি চাপের মধ্যে রয়েছে।

এম ও এফ মতে, বাংলাদেশ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রায় ৭.৬১ ট্রিলিয়ন টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে, যা আগের বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ব্যয়ের ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ হয়েছে ২.৭৮ ট্রিলিয়ন টাকা, যা ২০২২-২৩ এর সংশোধিত বাজেট থেকে ১৫ শতাংশ বেশি। এই বরাদ্দের মধ্যে ২.৬৩ ট্রিলিয়ন টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) পরিচালিত হবে। রাজস্ব আদায় মোট বাজেটের ৫,০০,০০০ কোটি টাকা হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২২-২৩ বাজেট থেকে ১৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি ২৬১,৭৮৫ কোটি টাকার, যা জিডিপির ৫.২ শতাংশের সমতুল্য।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত, মোট তালিকাভুক্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১২০৬ বিলিয়ন টাকা, যা সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১৫৫৩ বিলিয়ন টাকায় বেড়েছে। এটি এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৩৪৭ বিলিয়ন টাকা বা ২৮ শতাংশ নন-পারফর্মিং লোনের (এনপিএল) বৃদ্ধি নির্দেশ করে। বিশেষত, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য, নন-পারফর্মিং লোনের ভলিউম একই সময়ের তুলনায় ৯৩ বিলিয়ন টাকা বা ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিবিএস তথ্য মতে, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার জাতীয়ভাবে ১৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে, যেখানে গ্রামীণ এলাকায় ২০.৫ শতাংশ এবং শহুরে এলাকায় ১৪.৭ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, চরম দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP, ২০২২) অনুযায়ী, ২০২১/২০২২ মানব উন্নয়নে (HDI) ১৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১২৯তম স্থানে রয়েছে যা 'মাঝারি মানব উন্নয়ন'-এর সূচকে তালিকাভুক্ত করে। বাংলাদেশের এইচডিআই মান আগের বছরের ০.৬৫৫ থেকে ০.৬৬১-এ উন্নীত হয়েছে, ২০২০ রিপোর্টে দেশটি ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৩৩তম স্থানে ছিল। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি ৭৩.০৫ মিলিয়ন লোক নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে ২৫.৭৮মিলিয়ন নারী। বেকারত্বের হার ৩.৩৬ শতাংশে যা সমমনা অনেক দেশের চেয়ে ভালো।

আয়ের বৈষম্য কিছুটা বেড়েছে, ২০২২ সালের খানা আয় ও ব্যয় সমীক্ষার মতে জিনি সহগ এর মান ০.৪৮২ থেকে ০.৪৯৯-এ উন্নীত হয়েছে। ইউনিভার্সাল পেনশন ম্যানেজমেন্ট বিল-২০২৩ পাস করে বাংলাদেশ সার্বজনীন পেনশন স্কিমের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম (UPS) নামে পরিচিত এই উদ্যোগটি ১৮ বছরের বেশি বয়সী সমগ্র জনসংখ্যাকে লক্ষ্য করে, ৬০ বছর বয়স থেকে আজীবন পেনশন সুবিধা প্রদান করে। প্রাথমিকভাবে, প্রগতি, সুরক্ষা, সমতা এবং প্রবাসী– চারটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ১৮-৫০ বছর বয়সী লোকেরা যোগ দিতে পারে, যেখানে ৫০ বছরের বেশি বয়সীরাও অংশগ্রহণ করতে পারে, দশ বছর অবদানের পরে পেনশন গ্রহণ করতে পারে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) কার্ড প্রয়োজন, যার মাসিক কিস্তি মোবাইল আর্থিক পরিসেবার মাধ্যমে প্রদেয়। এনআইডি

কার্ড ছাড়া অভিবাসী শ্রমিকরা বৈধ পাসপোর্টের সাথে নথিভুক্ত করতে পারেন এবং প্রতিটি সুবিধাভোগীর সোনালী ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

২০২৩ সালে, বাংলাদেশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে পদ্মা সেতুর কাজ শেষ হয়েছে। মেট্রোরেল ব্যবস্থার উত্তরা থেকে মতিঝিল রুট জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য হয়েছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কিছু অংশ এখন সচল যা রাজধানীতে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল চালু করা। এছাড়া হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করা হয়েছে, যা যোগাযোগ বৃদ্ধি করছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আশা করে যে, এই উন্নয়নগুলি সারা দেশে বিনিয়োগকে উদ্দীপিত করবে, যার ফলে ২০২৩-২৪-এ জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫% হবে।

সাধারণভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে। ইতোমধ্যে, দেশটি স্বল্পমেয়াদী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে যা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা থেকে উদ্ভাবিত। একটি নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ এবং সময়োপযোগী নীতিমালা দেশকে এই জটিল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে।

রাজনীতি

বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরটিতেও রাজনীতিতে বিভিন্ন রকমের টানটান উত্তেজনা অব্যাহত ছিল। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে মাঠ দখলে রাখার একটি প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। সারা বছর ধরে অহিংস আন্দোলন করার চেষ্টার অংশ হিসেবে জেলা, বিভাগগুলোতে মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও সমমনা দলগুলো ক্রমাগত সমাবেশ করে। আর তার পাশাপাশি সরকারি দলও সারা বছর শান্তি রক্ষার কথা বলে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সমাবেশ করে। প্রধান বিরোধী দলের দাবী ছিল প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং সাথে সাথে সরকারের পদত্যাগ করা এবং একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়া। আগে যেখানে তাদের দাবী ছিল একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন দেয়া এ বছরে এসে তারা সে দাবী থেকে কিছুটা সরে এসে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়ার দাবী জানায়।

সরকারি দল অনেকটা মাঠ পাহারার মতো করে বিরোধী দলকে নজরে নজরে রাখার চেষ্টা করে যাতে করে তারা যেন কোনো গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে না পারে। সারা বছর বিশেষ করে বছরের শেষ দিকে এসে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পাহারা বসায়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও এ বিষয়ে পূর্ণ সতর্ক থাকে।

আর বিরোধী দল বছরের শেষের দিকে এসে ক্রমাগত অবরোধ, হরতাল এবং অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানায়। এতে বিভিন্নভাবে জনজীবনে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। সাময়িকভাবে ঢাকার বাইরের দূর পাল্লার গাড়ীগুলো চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

এছাড়া অবরোধ এবং হরতালের সময় গাড়ি পুড়ানো বিশেষ করে বাস পোড়ানো যার অধিকাংশ রাস্তায় পার্কিং করা ছিল, তিনবার ট্রেনে আগুন দেওয়া, একটি জায়গায় রেল লাইন কেটে উপড়ে ফেলা, রেল লাইনের নাটবোল্ট খুলে ফেলা ইত্যাদি নানাবিধ সহিংস ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিল ডিসেম্বরে নেত্রকোনা থেকে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন দেওয়া বিষয়টি। এই ঘটনায় এক মা তার শিশু সন্তানকে বুকে জাড়িয়ে রেখে নামতে না পেরে পুড়ে অঙ্গার হয়ে মারা যায়। এ ছাড়া সহিংসতার শিকার হয়ে ১০ জনের মতো লোক আগুনে মারা যায় যাদের কয়েকজনের লাশও চিহ্নিত করা যায়নি। বিভিন্ন সময়ে সারা বছর কয়েকশ গাড়ি পোড়ানো হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে এ ক্ষয়ক্ষতির নিরপেক্ষ কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি।

সরকার পতনের লক্ষ নিয়ে ২৮ অক্টোবর প্রধান বিরোধী দলের চূড়ান্ত সমাবেশ স্থলে দায়িত্ব পালন কালে এক পুলিশকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় যার দৃশ্য ইলেট্রনিক মিডিয়ায় এবং সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচার পাওয়ার পর দেশে বিদেশে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরী হয়। বহুজাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিহার করে রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। ঐ দিন ৩০ জনের মতো সাংবাদিকও নির্যাতনের শিকার হয়। প্রধান বিচারপতির বাড়িও দুবৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয় যা এর আগে কখনো ঘটতে দেখা যায়নি। এ ছাড়া রাজারবাগ পুলিশ লাইনের হসপিটালেও আক্রমণ চালানো হয় যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

এ সব কর্মকাণ্ডের আগে ও পরে বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় বিএনপি নেতাকে আটক করা হয়। তাছাড়া সারা বছর বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের আগেকার আন্দোলনে সহিংসতার অভিযোগে আটক করা হয়। কিছু কিছু নেতাকে পুরনো মামলায় দ্রুততার সাথে বিচার করে শাস্তি দেয়া হয়, ফলে তারা জাতীয় নির্বাচনের অযোগ্য হয়ে যায়। তাদের এ শাস্তিকে কিছু কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমালোচনা করে।

বিরোধী দলের কর্মসূচি সারা বছর শান্তভাবে পরিচালিত হলেও নির্বাচনের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে নভেম্বরের দিকে এসে সংঘাতময় হয়ে উঠে। ফলে রাজনীতিতে নতুন মাত্রায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

মাঠের প্রধান বিরোধী দল ও তার সমমনা দলগুলো সারা বছর অব্যাহতভাবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং সে দলের প্রধান নেতার মুক্তির দাবী অব্যাহত রাখে। তবে এ বিষয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিদেশে বসে বিভিন্ন রকমের ভার্চুয়াল রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যায়। সে নেতার গণমাধ্যমে বক্তব্য প্রচার কিছুটা সীমিত হয়ে আসে আদালতের নির্দেশের কারণে। ফলে আগে যেমন ব্যাপকভাবে তার বক্তব্য প্রচার হতো বিশেষ করে ইলেট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তার প্রচার বন্ধ হয়ে যায় তবে ফেসবুকে তার প্রচার সীমিতভাবে চলতে থাকে।

সরকার এ বছরটিতেও প্রকাশ্য এবং গোপনে বিভিন্ন কূটনৈতিক মার্কিন চাপ মোকাবেলা করে বিশেষ করে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এদিকে বিভিন্ন সময় আরো নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে বিরোধী দলগুলো যে প্রচারণা চালায় তা তেমন ঘটেনি। সরকারের পক্ষ থেকে মার্কিন পক্ষ ত্যাগ করে অন্য কোনো শিবিরে অবস্থান নিতে দেখা যায়নি বরং ভারত, চীন, এবং রাশিয়ার সাথে একটি ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক রেখে শেষ পর্যন্ত বছরটি পার করে।

আন্দোলন করতে গিয়ে বছরটিতে তেমন কোনো বৃহৎ সংখ্যক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি। এ বছর সরকারের নানা বিষয়ে ব্যর্থতা থাকলেও যেমন, দ্রব্যমূল্য এবং বিদ্যুতের সরবরাহ বিঘ্নিত হলেও বিরোধী দলগুলো তা তেমন কাজে লাগাতে পারেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলো তেমন কোনো উদ্ভাবন দেখাতে পারেনি বরং বছরের শেষে এসে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা বিশেষ করে নির্বাচন প্রত্যাশী দলীয় নেতা এবং কর্মীদের হতাশ করে। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের না যাওয়ার ঘোষণা জাতীয় রাজনীতিতে এক ধরনের দ্বিধাবিভক্তি তৈরী করে।

সারাবছর প্রধান বিরোধী দলের সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র দলগুলোর বড় বড় নেতা কিছু কিছু গরম বক্তব্য দিয়েছে যা আবার সাধারণ নাগরিকদের নজর কেড়েছে। সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশ রাজনীতির প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাননি।

বিগত বছর রাজনৈতিক দল হিসাবে দু'য়েকটি দলের বিকাশ ঘটলেও ড. রেজা কিবরিয়া রাজনীতিতে হালে তেমন পানি পায়নি যদিও কিছু কিছু লোক আশা করেছিলেন যে, তার রাজনীতি দেশের রাজনীতিতে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারবে। অল্প কিছু বুদ্ধিজীবী মাঝে মাঝে কোনো সমস্যা কেন্দ্রীক কিছু বক্তৃতা দিলেও তা মোটাদাগে দেশের অর্থনীতিতে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

রাজনীতির মাঠে নতুন কোনো মেরুকরণ দেখা যায়নি। শেষ পর্যন্ত তা দীর্ঘস্থায়ী কোন রূপ নেয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা সারা বছর কম বেশি অব্যাহত ছিল। তা নিরসনে সরকার যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে তার ফলে কিছুটা হলেও পরিস্থিতির কিছুটা উন্নয়ন হয়েছে।

সরকারের কিছু কিছু ব্যর্থতা নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি বা এলিট শ্রেণী আলোচনা করলেও তা সরকারের নীতি বা কৌশলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। অল্প কিছু ক্ষেত্রে যেমন দ্রব্যমূল্যসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং অগ্রাধিকার দিয়ে তার সমাধান করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বছরটিতে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তাতে বড় রকমের ধ্বস নামার মতো কোনো ঘটনা দেখা যায়নি।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনাকে আগের চেয়েও আরো বেশি রাজনৈতিক কৌশলী মনে হয়েছে। উন্নয়নকে বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়ে গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে চালিয়ে নিতে দেখা যায়। বছরের শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে বলা হয়নি তবে মন্ত্রিত্ব বিশেষ করে বাণিজ্য মন্ত্রীসহ আরো কিছু ব্যক্তিকে বাদ দেওয়ার কথা আশা করেছিল।

অপরাধ

২০২৩ সালেও বিগত বছরগুলোর মত বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। বছরটিতে গতানুগতিক অপরাধ যেমন খুন, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, সাইবার অপরাধ, ডাকাতি, মাদক চোরাচালান, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, রাজনৈতিক সহিংসতা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, অর্থপাচার, সাংবাদিক নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, অপহরণসহ বিভিন্ন ঘটনা অব্যাহত ছিল।

এ বছরেও অপরাধের ধরন ও কৌশলে কিছুটা নতুনত্ব লক্ষ করা গেছে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে এ বছর বাংলাদেশে অপরাধের হার প্রতি লক্ষে ৬৩.৯ শতাংশ বলে জানা যায়। বছরটিতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আগের বছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে অর্থাৎ এ বছরটিতে খুনের হার ছিল প্রতি লক্ষে ২.৩৭ যা বিগত বছরের তুলনায় সামান্য কম ছিল। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে বাংলাদেশে বিগত ২০২২ সালে হত্যার হার ছিল ২.৫০। এ বছরে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ও গবেষণায় উঠে এসেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর পর্যন্ত কমপক্ষে ৫৭৪ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ দায়ের করেন। আর তাদের মধ্যে অন্তত ৩৩ জন (৫.৭৫%) ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৩ সালে নারীর ওপর সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল ২৯২৭ টি (৮৫%) যা পূর্বের বছরে ছিল ৩৪৪০টি। ২০২৩ সালে মোট ধর্ষণ ছিল ৫৯১টি এবং ধর্ষনের কারণে আত্মহত্যা করেছে ১৪ জন। সে হিসেবে বলা যায় এ বছরে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা কমেছে ১৫% শতাংশ। এ ছাড়া নারীর প্রতি আর যে সব ঘটনা ঘটেছে তন্মোধ্যে যৌতুকের কারণে হত্যা ছিল ৫২টি, গৃহকর্মী হত্যা ছিল ৮টি, গৃহকর্মী নির্যাতন ছিল ১৩টি এবং গৃহকর্মীর আত্মহত্যা ছিল ৪টি।

এছাড়া বছরটিতে অনলাইন সম্প্রসারণের সাথে সাথে নারীরা এ ব্যবসায়ে ব্যাপকভাবে জড়ায় এবং অধিকাংশ ভালোভাবে তা পরিচালনা করে। বিভিন্ন রকমের প্রতারণার সাথে নারীদের জড়িত করা হয়েছে বা নারীরা নিজেরা জড়িত হয়েছে। মাদক পাচার, অর্থ পাচার ইত্যাদির মতো ঘটনায় নারীর সম্পৃক্ততা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং নারী বহুবিধ সামাজিক সংকটে জড়াচ্ছে। ২০২৩ সালে নারী ও কন্যা পাচার হয়েছে ১৩ জন।

বছরটিতে সাইবার অপরাধের মাত্রা ছিল লক্ষণীয়। এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত থাকা একটি চক্র ধরা পড়া। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে যারা ডাক্তার হয়েছে তাদের একটি অংশও ধরা পড়েছে।

ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, নারী পুলিশের আপত্তিকর ছবি ছড়ানো, অনলাইনে প্রশ্নপত্র ফাঁস, অনলাইনে জঙ্গিবাদ প্রচার, অনলাইনে জুয়া খেলাসহ নানা প্রকার সাইবার অপরাধের ঘটনা বছর জুড়েই পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে প্রতারণা, যৌন হয়রানির পাশাপাশি আরো নতুন ধরনের অপরাধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

মাদক সেবনের ব্যাপকতা এ বছর জুড়েও অব্যাহত ছিল। এখন বিভিন্ন এলাকায় গ্রামেও মাদক ছড়িয়ে পড়েছে। আর এর সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং রাজনীতির লোকেরা, আইনশৃঙ্গলা বাহিনীর লোকেরাও জড়িত হচ্ছে বলে সারা বছর বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হয়। এয়ারপোর্টে সংরক্ষিত সোনা চুরির কোনে কূল-কিনারা হয়নি। সেখানকার কাস্টডি থেকে ৫০১ ভরি স্বর্ণ খোয়া যায়।

চাঁদাবাজি এবং প্রতারণার বিভিন্ন কৌশল অব্যাহত ছিল। পুলিশ এবং অন্যান্য কর্মকর্তার ভুয়া পরিচয়ে চাঁদাবাজি, চাকরির নিয়োগে প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া ঘরে বসে উপার্জনের কথা বলে অনেকের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের টাকা হাতিয়ে নেয় বিভিন্ন চক্র। ই-কমার্স ব্যবসা ও অনলাইন মার্কেট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সারা বছর কিছু কিছু প্রতারণার অভিযোগ আলোচনায় ছিল।

সারাবছরই কিছু কিছু রাজনৈতিক সহিংসতা ও হানাহানির ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে বছরের শেষের দিকে এসে নানাবিধ সংহিসংতা যেমন ট্রেনে, বাসে এবং অন্যান্য কিছ গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে কিছ হৃদয়বিদারক ঘটনা যেমন ট্রেনে এক মা তার শিশু সন্তানকে আগুনের মধ্যে বুকে জড়িয়ে ধরে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। এ ছাড়া একজন পুলিশকে সকলের সামনে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় যা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রচার পায়।

বছরটিতে কিছু হরতাল, অবরোধ এবং সর্বশেষ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় যা জনজীবনে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটায়। কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

কৃষক ও শ্রমিক

©THE DAILY ITTEFAQ

বাংলাদেশের সর্বশেষ কৃষিশুমারি ২০২২ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট খানার পরিমান ৩ কোটি ৫৫ লাখ যা ২০২৩ এসে অপরিবর্তিত রয়েছে। যার মধ্যে কৃষি খানার সংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লাখ । এ তথ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সর্বমোট কৃষি খানার সংখ্যা অর্ধেকেরও কম এবং তা দিনদিন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও জমি নেই এমন খানার সংখ্যা ৪০ লাখ ২৪ হাজার এবং অন্যের জমির উপর নির্ভরশীল এমন খানার সংখ্যা ৬৭ লাখ ৬৩ হাজার। হালে পতিত জমির পরিমান ৪.৩১ লক্ষ হেক্টর এবং মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমান প্রায় ৭৮ লক্ষ হেক্টর। অন্যদিকে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান নির্ণিত হয়েছে ১১.৫০ শতাংশ যা বিগত অর্থবছরে ছিল ১১.৫০ শতাংশ। কারণ শিল্পখাতে বছরটিতে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং কৃষিখাতে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষিতে মোট ভর্তুকি বরাদ্দ ছিল এক লাখ ১০ হাজার কোটি টাকার ওপরে। গত অর্থবছরের বাজেটে যা ছিল ৮১ হাজার কোটি টাকা এবং সংশোধিত হয়ে ৯৪ হাজার কোটি টাকা হয়েছিল। ২০২২- ২০২৩ অর্থবছরে কৃষি খাতে মোট বাজেটের মাত্র ৪ দশমিক ৬৪ শতাংশ প্রস্তাব হয়েছিল তবে ২০২৩-

২৪ অর্থবছরের জন্য কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের জন্য মোট ৩৫ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কৃষি খাতে। ২০২৩ সালে মিধিলি ও মিগজাউম নামে দুটি ঘূর্ণিঝড়ের কবলে বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ৯ মে ২০২৩ ঘূর্ণিঝড় মোখা, ২১ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় হামুন বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানলেও অনেকখানি প্রভাব পড়ে কৃষিতে। তা ছাড়া অতি বৃষ্টি, বন্যা, খরা, অতি কুয়াশা, জলোচ্ছ্বাসসহ নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগে অন্যান্য ফসলের মধ্যে কৃষিতেই ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি।

২০২৩ সালেও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ জীবিকার জন্য মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং জিডিপিতে মাত্র ১১.৫০ শতাংশ অবদান নিয়ে শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশ নিয়োজিত কৃষি খাতে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং খাদ্য নিরাপত্তার মূলভিত্তি কৃষি জমির সুরক্ষার বিষয়টি আইনে সববেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এই আইনে উর্বর জমির অনুমোদিত ব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, যাতে টেকসই খাদ্য ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। উপরন্তু, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে জলাভূমি, বন এবং নদী ব্যস্থার মতো পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিধানগুলোর রূপরেখা দেয়া হয়েছে। আইনের খসড়ায় ভূমি জোনিংয়ের জন্য ১০টি শ্রেণিবিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, আবাদি, আবাসিক, বাণিজ্যিক, জলাভূমি, নদী, বন, পাহাড়, রাস্তা, শিল্প এবং ধর্মীয় স্থান।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৮-০৯ সালে যেখানে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ২৮ লাখ ৯৬ হাজার মেট্রিক টন, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা বেড়ে ৪ কোটি ৭৭ লাখ ৬৮ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও ধারাবাহিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৯ গুণ, আলু ২ গুণ, ডাল ৪ গুণ, তেলবীজ ২.৫ গুণ ও সবজি ৮ গুণ। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের কৃষির সাফল্য বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশের ২২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে রয়েছে; যেমন- ধান উৎপাদনে ৩য়, সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে ৩য়, পাট উৎপাদনে ২য়, চা উৎপাদনে ৪র্থ এবং আলু ও আম উৎপাদনে ৭ম।

২০০৮-০৯ সালে চালের উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ১৩ লাখ টন যা ২০২২-২৩ সালে ৪ কোটি টনেরও বেশিতে উন্নীত হয়েছে। ২০০৮-০৯ সালে গমের উৎপাদন ছিল ৮ লাখ ৪৯ হাজার টন ২০২২-২৩ সালে ১১ লাখ ৭০ হাজার টন, ভুট্টা ছিল ৭ লাখ টন যা এখন ৬৪ লাখ টন, আলু ৫ লাখ টন থেকে বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৪ লাখ, সবজি ৩০ লাখ টন থেকে বেড়ে হয়েছে ২ কোটি ২০ লাখ টন।

বিগত ১৫ বছরে বৈরি পরিবেশ সহনশীল জাতসহ মোট ৬৯৯টি উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন ও ৭০৮ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে ধানের জাত ৮০টি। কৃষকবান্ধব সরকার কর্তৃক কয়েক দফায় সারের মূল্য কমিয়ে ও সমন্বয় করে টিএসপি ৮০ টাকা থেকে ২৭ টাকা, ডিএপি ৯০ টাকা থেকে ২১ টাকা এবং এমওপি ৭০ টাকা থেকে ২০ টাকা করা হয়। এছাড়াও ভর্তুকি মূল্যে প্রতি কেজি ইউরিয়া ২৭ টাকা দরে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে মোট ১ লাখ ২৮ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয়

ছিল মাত্র ৫ হাজার ১৭৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভর্তুকি বাবদ ২৫ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশের কৃষকরা ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ ঋণ নিচ্ছেন, সুদসহ তার চেয়ে বেশি পরিশোধ করছেন। দেশের ব্যাংকগুলো থেকে গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) কৃষকরা ৩২ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। বিপরীতে তারা পরিশোধ করেছেন ৩৩ হাজার ১০ কোটি টাকা। এর আগেও কৃষকরা ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের চেয়ে বেশি পরিশোধ করেছেন।

২০২৩ সালে সব চাইতে আলোচিত বিষয় ছিল ডিম এবং আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে। বছরের শেষ দিকে এসে হঠাৎ করে আলুর দাম ৬০-৮০ টাকা পর্যন্ত উঠে যা সাধরণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। একই সাথে ডিমের দাম বেড়ে দাঁড়ায় হালি প্রতি ৭০-৮০ টাকা। বছর জুড়ে সবজির বাজারও ছিল চড়া, এমন কোনো সবজি ছিল না যার মূল্য ৫০ টাকার নিচে ছিল। সরকার প্রতি কেজি আলুর দাম ৩৫-৩৬টাকা নির্ধারণ করে দিলেও ২০২৩ সালে আলু বিক্রি হয়েছে ৬০ টাকায়। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ প্রতিকেজি আলুর সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩৫-৩৬ টাকা নির্ধারণ করে বাণিজ্য মন্ত্রণলায়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে আলুর বার্ষিক চাহিদা ৮৫-৯০ লাখ টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ১.১২ কোটি টন আলু উৎপাদিত হয়। কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, "যদিও সরকার এ বছর ১ কোটি টনের বেশি আলু উৎপাদনের কথা জানিয়েছে, বাস্তবে ৮-৮.৫ মিলিয়ন টনের বেশি আলু উৎপাদন হয়নি।" কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, দেশে ২০২০-২১ সালে আলু উৎপাদন হয়েছে ৯৯ লাখ টন ও রপ্তানি হয়েছে ৬৮ হাজার ৭৭৩ টন; ২০২১-২২ সালে উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ২ লাখ টন ও রপ্তানি হয়েছে ৭৮ হাজার ৯১০ টন এবং ২০২২-২৩ সালে উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ১১ লাখ টন ও জানুয়ারি পর্যন্ত রপ্তানি হয়েছে ১৩ হাজার টন। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে, বেশির ভাগ কৃষক মাঠ পর্যায়ে আলু বিক্রয় করে এবং এর পাইকারি দাম কেজি প্রতি ১০ থেকে ১২ টাকার বেশি নয়। তবে যারা কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে তারা বৎসরের একটা সময় ভালো দাম পান।

বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকেরা তাদের দাবি নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসুচি পালন করে। ১১ নভেম্বর, ২০২৩ দুপুরে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে শ্রমিকদের আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা 'তুসুকা' পরিদর্শন করে একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রমিকের মজুরি বাড়ানোকে কেন্দ্র করে এখানে শ্রমিক অসন্তোষ চলছে। আমাদের কাছে তথ্য আছে ১২৩টি কারখানায় কমবেশি ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন শ্রম ইস্যুতে যে উদ্যোগ ঘোষণা করেছেন তাতে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার, শ্রমিক, বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ, শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কথা বলেছেন।

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সরকারের ঘোষিত মজুরি মালিকরা মেনে নিয়েছেন উল্লেখ করে বিজিএমইএ এর একজন নেতা বলেন, মুদ্রাস্ফীতিসহ নানামুখী সংকট পোশাক খাতে, এর পরও ৭ নভেম্বর সরকারের ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা মালিকরা মেনে নিয়েছেন। বিআইএসআর থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল ন্যূনতম মজুরি ১৩ হাজার ৭০০ টাকা করার জন্য কিন্তু সরকার তার চেয়ে ১ হাজার ২০০ টাকা কম করে।

১ ডিসেম্বর থেকে এই মজুরি কার্যকর করা হয়েছে। ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পোশাক খাতের নূন্যতম মজুরি ৩১৬ শতাংশ বেড়েছে উল্লেখ করে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, ২০১৩ সালে সর্বনিম্ন মজুরি ছিল তিন হাজার টাকা। আর ২০২৩ সালে এই মজুরি এসে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৫০০ টাকায়। এ ছাড়া ২০১৩ সালের পর থেকে প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে নূন্যতম মজুরি বেড়েছে।

২০২৩ সালের শেষের দিকে শ্রমিকদের মধ্যে বেতন বৃদ্বি নিয়ে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে নানাবিধ টানাপোড়ন লক্ষ করা যায়। রাস্তাঘাট বন্ধ করে আন্দোলন, বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এমন কি শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এটি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলও বেশ তৎপর ছিল এবং শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তারকে নিয়ে মার্কিন প্রশাসনও বিভিন্ন ধরনের বিবৃতি দিয়েছে। যদিও সরকার সেগুলিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সাথে সাথে মোকাবেলা করতে সম্মত হয়েছে কিন্তু আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের তৎপরতা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

শ্রমিকরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে আসছিলো যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, সরকার নির্ধারিত নতুন বেতন কাঠামো অনুসারে গ্রেড ১ থেকে ৪ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা, তফসিল ‘ক’ ও তফসিল ‘খ’ অনুসারে বেতন নির্ধারণ করা, ১০ ঘণ্টা কর্মদিবসের পরিবর্তে ৮ ঘণ্টা করা, বেসিক বেতন সরকারি নিয়মে করা, ওভারটাইমের হার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী করা এবং অধিকার আদায়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ছাঁটাই করা থেকে বিরত থাকা।

পরিবেশও জলবায়ু পরিবর্তন

২০২৩ সালে, গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জলবায়ু সংক্রান্ত প্রচার ও প্রসারে সোচ্চার নেতৃত্ব দানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ এশিয়া ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের চলমান প্রচেষ্টা এবং এর চ্যালেঞ্জগুলি নেত্রীত্ব দেয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকেও বতসোয়ানা, সুরিনাম ও পালাউ এ পুরস্কার পেয়েছে। অন্যদিকে, দুবাইতে চলমান জলবায়ু সম্মেলন কপ: ২৮ -এ বাংলাদেশ ডেভলভিং ফাইন্যান্সে উদ্ভাবনের ক্যাটাগরিতে গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এই উদ্যোগটি স্থানীয় সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ দ্বারা বাস্তবায়িত একটি যৌথ প্রচেষ্টা, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন, ডেনমার্ক, জাতিসংঘের মূলধন উন্নয়ন তহবিল এবং জাতিসংঘ দ্বারা সমর্থিত উন্নয়ন কর্মসূচি।

২০২৩ সালে, বাংলাদেশের ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান (NAP) ২০২৩-২০৫০ সরকার তৈরি করেছে এবং UNFCCC সচিবালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। এনএপি ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হবে যখন জাতি UNFCCC প্রক্রিয়া অনুযায়ী এডাপটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এনএপি "একটি শক্তিশালী সমাজ, মূল্যবোধ এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করার জন্য কার্যকর কৌশলের গ্রহণের মাধ্যমে একটি জলবায়ু সহনশীল জাতি গঠনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবে।" এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য, এনএপি নিম্নলিখিত ছয়টি লক্ষ্য স্থাপন করেছে (১) জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করা; (২) জলবায়ু

সহনশীল কৃষির উন্নয়ন; (৩) জলবায়ু-স্মার্ট শহর নির্মাণ; (৪) অভিযোজনের জন্য প্রকৃতিকে রক্ষা করা; (৫) পরিকল্পনায় অভিযোজন একীভূত করা; এবং (৬) অভিযোজনে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবন নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য, এনএপি ২৩টি অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করেছে এবং প্রাথমিকভাবে ১২৩ টি কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে (৯০টি উচ্চ-অগ্রাধিকার এবং ২৩টি মধ্যপন্থী-অগ্রাধিকার সহ) যা ৮টি সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সারা দেশে ১১ টি জলবায়ু চাপের এলাকা বিবেচনা করে।

৫ মার্চ ২০২৩, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ বাতিল করে, প্রস্তাবিত ২০২৩ অবিলম্বে কার্যকর করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় প্রতিকারের জন্য বিজ্ঞপ্তি, পরিবেশ এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র (সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল বিভাগ) পাওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সূনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য নীতিমালার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ২৫টি জলবায়ু-সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে ৩৭ হাজার ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট বাজেটে জলবায়ু অন্তর্ভুক্তির হার ৮ দশমিক ৯৯ শতাংশ। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৬৩৯ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরের জন্য এ সেক্টরের বাজেট ছিল ১৫০১ কোটি। আকারটি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তার থেকে একটু বড়।

বিশ্বের ১৯৩টি দেশের সাথে আমাদের দেশও ধরিত্রী দিবস উদযাপিত হয়েছে যার মূল স্লোগান ছিল "আমাদের পৃথিবীতে বিনিয়োগ করুন"। "পরিচ্ছন্ন ঢাকা, সবুজ ঢাকা" ক্যাম্পেইনটি সামনে রেখে বাংলাদেশে দিবসটি উদযাপন করে যা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত। ক্যাম্পেইনটির লক্ষ্য পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং টেকসই অভ্যাস, যেমন বর্জ্য পৃথকীকরণ, কম্পোস্টিং এবং বৃক্ষ রোপণের প্রচার করা।

সারাবিশ্বে প্রতি বছর ৫ই জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের জন্য একত্রিত হয়। এটি একটি বৈশ্বিক অনুষ্ঠান যার লক্ষ্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং আমাদের গ্রহকে রক্ষা করার জন্য অনুপ্রেরণামূলক পদক্ষেপ নেওয়া। ২০২৩ সালে, মূল বিষয় ছিল “প্লাস্টিক দূষণের সমাধান” এবং স্লোগানটি ছিল “প্লাস্টিক দূষণকে দূর করুন” যা বাংলাদেশে মনোনিবেশ করার দাবি রাখে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, পরিবেশ মেলা, পরিবেশ পদক প্রদান, শিশু ও যুবকদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পরিবেশ স্লোগান প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন।

২০২৩ সালে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকি মূল্যায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর “প্রজেকশন অফ সি লেভেল রাইজ অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্টস অফ ইটস সেক্টরাল (কৃষি, পানি ও অবকাঠামো) প্রভাব” নামে একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে। গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার বার্ষিক ৩.৮ থেকে ৫.৮ মিলিমিটারের মধ্যে দেখানো হয়েছে। সমীক্ষার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১২.৩৪ শতাংশ থেকে ১৭.৯৫ শতাংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পানির নিচে থাকবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে শতাব্দী

সমীক্ষায় আরও দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশের চাল উৎপাদন ৫.৮ থেকে ৯.১ শতাংশ হ্রাসের একমাত্র কারণ হবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের রিপোর্ট ২০২৩ অনুযায়ী, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় দেশের সর্বোচ্চ ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল। বাংলাদেশে জুলাই মাসের গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেশি ছিল এবং ৩১ শে জুলাই সারা দেশে গড় তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বৈশ্বিক আবহাওয়ার প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে তাপমাত্রার বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (WMO) তথ্য অনুযায়ী, গড় বৃষ্টিপাত বা অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ধরণ বাংলাদেশ দেখতে পাবে এবং উষ্ণ আবহাওয়ার ফলে খরা হতে পারে।

ঢাকা শহরে বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণের সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারীতে, ২০ দিন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বায়ুর অবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেন্টার ফর অ্যাটমোস্ফিয়ারিক পলিউশন স্টাডিজ (সিএপিএস) এর তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার বায়ু দূষণ আগের বছরের তুলনায় ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে প্রায় ২৭% বেড়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে ঢাকার গড় AQI ছিল ২২২, যা ২০২৩ সালে বেড়ে ২৮১ -এ দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে, গড় AQI স্কোর ছিল ২২৬; ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, এটি ছিল ২১৪। ঢাকা, বাংলাদেশের রাজধানী আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে ছিটকে পড়েছে, বিশ্বের বসবাসের অযোগ্য শহরের মধ্যে সপ্তম স্থানে রয়েছে। ২০২৩ সালের বায়ুর গুণমানকে প্রায়শই বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে দূষিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) রিপোর্ট করেছে যে বায়ু দূষণের কারণে এই বছর হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের ক্যান্সার, তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এবং দীর্ঘস্থায়ী বাধা পালমোনারি রোগ থেকে মৃত্যুহার বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) সরকারের প্রতি হাইকোর্টের আদেশ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে এবং এই অবস্থার আলোকে ঢাকার নাগরিকদের বায়ু দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য একটি অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন করার আহব্বান জানিয়েছে।

জানুয়ারি- ২০২৩, ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন সড়কের ৮২টি মোড়ে CAPS মাধ্যমে শব্দের মাত্রা পরীক্ষা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে শব্দের তীব্রতা অনুমোদনযোগ্য পরিমানের প্রায় দ্বিগুণ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে গড় শব্দের মাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে ৭৬.৮০ ডেসিবেল।

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে মাটির লবণাক্ততা এবং আবাদি জমির অবনতি ঘটছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নারীরা যাদের জীবিকা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এর প্রতিক্রিয়ায়, কয়েকটি সংস্থা নারীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে যেগুলি জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধী এবং টেকসই কৃষিতে জড়িত শস্যের জাতগুলি বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। এটি খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ায় এবং পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে নারীদের সংযুক্ত করতে সহায়তা করে। দেশের অফ-গ্রিড এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, কিছু সংস্থা মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাদের নিয়োগও দেয়। এইভাবে, ২০২৩ সালে, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মধ্যে সম্পর্ককে শক্তিশালী করা হয়েছে।